দ্বিতীয় প্রবাস - ২০

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

নতুন বাসায় আমরা মোটামুটিভাবে গুছিয়ে নিয়েছি। নাসিম এসব ব্যাপারে খুবই পারদর্শী; অল্প সময়ের মধ্যেই কেমন করে যেন সবকিছু সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলে। চাকুরীতেও কোন অসুবিধে হচ্ছেনা। সোম, মঙ্গল এবং বুধবার সকালে বিনি পয়সার সাটল বাসে চড়ে ইউনিভার্সিটিতে যাই। দুপুরে ইউনিভার্সিটির কাফেটারিয়ায় লাঞ্চ খেয়ে নেই। সোমবার বিকেল ছ'টা চল্লিশ মিনিট থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পড়াই; মঙ্গল আর বুধবার গবেষণার কাজ আর ছাত্রদের সমস্যা সমাধান করে বা তাদের প্রয়োজনীয় অন্য কোন আলাপ আলোচনায় কাটিয়ে বিকেলে সাটল বাসে বাড়ী ফিরে আসি। আবহাওয়া ভাল থাকলে রারিটানের তীরঘেষা পার্কে হাটাহাটি করি। ঋতুর আবর্তনে

আমেরিকায় fall আসছে। গাছে গাছে পাতার রং বদলাচ্ছে। গোনা কিছু চির হরিৎ গাছ বাদ দিয়ে অন্য সব গাছের সবুজ পাতারা হাল্কা কিংবা গাঢ় হলুদ বা লাল হয়ে আসছে; কিছুদিন পরেই ঝরে যাবে। সদা ব্যস্ত কাঠ বেড়ালীর দল গাছে গাছে লাফালাফি করে বেড়ায়। এসব দেখি আর একটা মন উদাস করা ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হই; নিজের জীবনের সাথে গাছের বেশ মিল খুঁজে পাই। তফাৎ শুধু এই যে fall শেষ হয়ে আবার যখন spring আসবে, গাছেরা আবার নতুন পাতায় সুশোভিত হয়ে উঠবে; কিন্তু আমার জীবনের fall শেষে spring তো আর আসবে না।

নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে একটু যে অসুবিধে হচ্ছেনা তা নয়। তবে আটকে যাচ্ছিনা। সপ্তাহে একদিন বিনি পয়সার সাটল বাসে চড়ে বাসার কাছে George Street এর গ্রোসারী শপে বাজার করি। দূরে কোথাও যেতে হলে বন্ধু মাহমুদ হাসানকে বললেই হোল; নিজের কাজ ফেলেও হাসান এবং মঞ্জুভাবী সব সময়ই সাহায্য করতে প্রস্তুত। এ ছাড়া আমার ভাগ্নী মহারীন আর ওর বর তারিক সব সময় ফোন করে খোঁজ খবর নেয়। এর মধ্যে অনেকটা কাকতালীয় ভাবে আমার অতি ঘনিষ্ট বাল্যবন্ধু ইফতিখারের একমাত্র বোন বুলন্দ আর তার স্বামী মুশতাকের সাথে যোগাযোগ হয়ে গেল। ছেলের বিয়েতে ডালাস প্রবাসী ইফতিখারকে নিমন্ত্রন করতে ও জানালো যে কনফারেনসের সুবাদে ব্রাজিল যেতে হবে বলে ওর পক্ষে বিয়েতে যোগ দেয়া সম্ভব হবে না; তবে ওর ছোট বোন বুলন্দ ও তার স্বামী মুশতাক বিয়েতে ওকে represent করবে। ওরা নিউ জার্সিতে আমাদের পাশের শহর Piscataway তে থাকে।

ইফতেখারের কাছ থেকে টেলিফোন নাম্বার নিয়ে বুলন্দকে ফোন করতেই ওর মাঝে আমি আমার আরেকটি বোনকে খুঁজে পেলাম। সেই কবে, সত্তর দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ছেড়ে সুদান যাবার আগে ইফতিখারের বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে গিয়ে স্কুলে পড়া মিষ্টি কিশোরী বুলন্দকে শেষ দেখেছিলাম। ভয় ছিল আজ প্রায় ত্রিশ বছর পর সে তার 'মেজভাইয়ের' বন্ধু 'রাযযাক ভাই'কে চিনতে পারবে কি না। কিন্তু কি আশ্চর্য, বুলন্দ শুধু যে আমাকে চিনলো তাই নয়, আমাদের মেয়ে সোনিয়া কেমন আছে তাও জিজ্ঞেস করলো। সবচেয়ে অবাক হলাম যখন বুলন্দের স্বামী মুশতাক ফোন ধরে বললো 'রাযযাক ভাই, আমি অনু।' আমি যখন

ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তখন প্রথম বর্ষের দুই অতি ঘনিস্ট বন্ধু অতি সুদর্শন অনু এবং খোকন তৎকালীন কায়েদে আজম হলে (বর্তমান তীতুমীর হল) আমাদের মতো সিনিয়র ছাত্রদের ব্লকে রুম এলটমেন্ট পায়। সে ব্লকে তখন আমরা যারা বাস করতাম, তাদের অনেকেই ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং হলের 'কেউকেটা' ধরণের 'ছাত্রনেতা'। স্বাভাবিক কারণেই প্রথম বর্ষের ছাত্রদের জন্য সে ব্লকটি ছিল একটু 'সম্ভ্রম উদ্রেককারী' এবং প্রথম বর্ষের ছাত্রদের the last choice। বলা যায় অনু আর খোকন রীতিমত দুঃসাহসী হয়েই এই ব্লকে আমাদের সাথে থাকতে এলো এবং নিজেদের গুনে খুব অল্পসময়ের মধ্যে আমাদের সব 'নেতা'দের দুই প্রিয় ছোট ভাই হয়ে গেল। সেই অনুকে এখানে এভাবে পাব ভাবিনি। অনু আর বুলন্দ প্রায় চৌদ্দ বছর ধরে আমেরিকায় আছে। ওদের দুই মেয়ে। বড় মেয়ে লুইপা বিবাহিতা, ছোট মেয়ে লুবেনা রাটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। ওদের দুজন আমাদের এত কাছে আছে ভাবতেই খুব ভাল লাগছিল। নিউ জার্সিতে অবস্থানকালে বুলন্দ আর অনুর সাহায্য সহায়তা ভোলার নয়। সময় অসময় যখনই ডেকেছি, তখনই ওরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রয়োজনে তার মেজভাই ইফতিখারকে যেটুকু সাহায্য করতো বুলন্দ আমাকে তার চেয়ে কোন অংশে কম সাহায্য করেছে কোনক্রমেই এমন কথা বলা যাবেনা।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ষোলই সেপ্টেম্বর শনিবার আমরা এ যাত্রায় প্রথম বারের মতো নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আগের রাতে আমার ছোট বোন ফরিদার ছেলে, আমার ভাগ্নে তানভীর রায়হান পরাগকে আমাদের নিউ ইয়র্ক যাবার কথা জানিয়েছিলাম। ওর পরামর্শ অনুযায়ী আমি এবং নাসিম নিউ জার্সি থেকে সকাল সোয়া দশটার Northeast Corridor লাইনের ট্রেন ধরে প্রথম নেওয়ার্ক এলাম। সেখান থেকে PATH Train যোগে নিউ ইয়র্কের Manhattan এর Madison Square এ অবস্থিত Penn Station পৌঁছলাম বেলা পৌনে এগারটায়। কিন্তু ষ্টেসন থেকে বের হতে আমাদের বেশ সময় লেগে গেল। পরাগের সাথে কথা অনুযায়ী ও 7th Avenue এবং West 34th Street এর সংযোগস্থলে আমাদের জন্য গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করবে। কিন্তু Penn Station এর বিশাল গোলক ধাঁধাঁ থেকে বের হয়ে পরাগের নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছাটা খুব সহজ হলোনা। সত্যি বলতে কি যতবারই আমি এই স্টেশনে এসেছি, কি কারণে যেন ততবারই দিকভ্রষ্ট হয়েছি। পরাগের গাড়ীতে করে আমরা যখন জ্যাকসন হাইটসের দিকে রওয়ানা হলাম তখন দুপুর বারোটা বেজে গেছে।

জ্যাকসন হাইটস পৌঁছে প্রথম সমস্যা হলো গাড়ী পার্ক করা নিয়ে। নিউ ইয়র্কে ফ্রী পার্কিং এর জায়গা অত্যন্ত সীমিত; প্রায় নাই বললেই চলে। কিন্তু পরাগ তার ছাত্র জীবনের কিছুটা সময় লিমোজিন চালক হিসেবে কাজ করার সুবাদে ফ্রী পার্কিং এর অনেক স্পটই চেনে। ও ঠিকই একটা জায়গা পেয়ে গেল। জ্যাকসন হাইটস আমেরিকায় অভিবাসী বিভিন্ন জাতির মিলনকেন্দ্র। এখানে যেমন রয়েছে লাটিন আমেরিকার মেক্সিকো, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, উরুগুয়ে, বলিভিয়া এবং আর্জেন্টিনা থেকে আগত অভিবাসী, ঠিক তেমনি রয়েছে এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং চীন, কোরিয়া এবং ফিলিপিনের লোক। এ ছাড়া

আমাদের গন্তব্য জ্যাকসন হাইটসের অন্যতম আকর্ষন Little India নামে পরিচিত Roosevelt Avenue এবং 74th Street এর সংযোগস্থলে । এই এলাকাটি নিউ ইয়র্কের চারটি Borough র অন্যতম Queens Borough র অংশ। 74th Street এই Borough র অন্যতম প্রধান এবং ব্যস্ত সড়ক Broadway র কাছাকাছি অবস্থিত। এই Broadway কিন্তু Manhattan এর Broadway নয়। আমরা গাড়ী থেকে নেমে Little India র দিকে রওয়ানা হলাম।

ইউরোপের ইটালী, পোলান্ড এবং আইরিশ অভিবাসির সংখ্যাও এখানে প্রচুর। জ্যাকসন হাইটসে আজকে আমাদের বেশ কয়েকটি কাজ করতে হবে। তবে সবার আগে যা করতে হবে তা হচ্ছে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে নেয়া। সকালের হাল্কা নাস্তা যে অনেক আগেই হজম হয়ে গেছে পেট তা প্রবলভাবে জানান দিচ্ছে। পরাগের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ঢাকার বিখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক আলাউদ্দিন এর রেস্টুরেন্টে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিয়ে দোকানের টেলিভিশনের বড় পর্দায় বাংলা অনুষ্ঠান দেখতে লাগলাম। হঠাৎ করেই মনে হোল আমি যেন সত্তরের দশকের ঢাকার রমনার অত্যন্ত জনপ্রিয় সলিমাবাদ রেস্টুরেন্টে বসে খাবারের জন্য অপেক্ষা করছি। সেই ভীড়, সেই চেচামিচি, হৈ চৈ আর হট্টগোল। তফাৎ এটুকুই আমাদের সার্ভ করছেন মোটামুটি সুভাষিনী, তবে প্রয়োজনের চেয়ে ধীরগতি সমপন্না দুই বাঙ্গালী মহিলা। আজ শনিবারের দুপুর বলেই বোধহয় দোকানে মোটামুটি ভীড়; খাবার পেতে যথেষ্ট দেরী হলো। তবে খাবারটা বেশ সুস্বাদু ছিল। পরাগ জানালো আলাউদ্দিন রেস্টুরেন্ট নিউ ইয়র্ক এবং প্বার্শবর্তী স্টেট নিউ, জার্সি, এবং কানেটিকাটে বাঙ্গালীদের বিয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে catering করে থাকে। আমরা যেহেতু আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য তখনো পর্যন্ত কোন caterar এর সাথে যোগাযোগ করিনি, তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নিলাম যে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আসার আগে আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে catering এর ব্যাপারে ম্যানেজারের সাথে একটু আলাপ করবো। ভয় ছিল এত ভীড়ের মধ্যে ভদ্রলোক আমাকে সময় দিতে পারবেন কিনা। কিন্তু তিনি পারলেন এবং আমাকে অনেকটা সময় এবং আমার জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু তথ্য দিলেন।

খাবার শেষ করে আমরা আমাদের দ্বিতীয় কাজ - হলুদতত্বের জন্য ডালা কুলা এবং ফুলের গহনা কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ করায় লেগে গেলাম। বিভিন্ন জনের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বেশ কয়েকটি বাংগালী ও গুজরাটি দোকান ঘুরে দেখলাম। কিন্তু সেসব দোকানে যে ধরনের সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছিল, আমার গিন্নির সেগুলো পছন্দ হচ্ছিল না। একটি দোকান জানালো দু'তিন পরে তারা কিছু নুতন ধরণের বিয়ের সামগ্রী পাবেন, সেগুলো হয়তো আমাদের পছন্দ হতে পারে। ঠিক হলো পরের শনিবার আমরা আবার নিউ ইয়র্ক আসব এবং নুতন সামগ্রীগুলো দেখবো। আর যদি সেগুলো পছন্দ না হয় তা'হলে মান্নান স্টোরস থেকে বেতের তৈরী সাধারণ ডালা এবং সাজি কিনে গিন্নী নিজেই সেগুলোতে কাজ করে হলুদ তত্বের উপযোগী করে তুলবেন। ফুলের গহনা পাওয়া যায় এমন দোকানের খোঁজ ও পাওয়া গেল। সেখানে গিয়ে ও প্রাথমিক খোঁজ খবর নেওয়া হলো। হ্যা, তারা প্রয়োজনীয় সব ফুলের গহনাই বানিয়ে দিতে পারবেন, তবে তাদেরকে সময় দিতে হবে।

সেদিনকার শেষ কাজ সম্ভাব্য caterer এর দের সাথে দেখা করে তাদের সঙ্গে কথা বলা। পরাগের মাধ্যমে আগেই ঢাকা ক্লাব, সাগর এবং আরো কয়েকটি catering সংস্থার কাছ থেকে ফাক্সের মাধ্যমে দরপত্র জোগার করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন আর হাতে সময় না থাকায় ঠিক করা হোল পরের বৃহষ্পতিবার এই কাজটি সারা হবে। পরাগ তার গাড়ী দিয়ে আমাদের রাতের Manhattan এর বিশেষ বিশেষ স্থান যথা Time Square, Radio City ইত্যাদি ঘুরিয়ে দেখিয়ে Penn Station এ নামিয়ে দিল। আমরা আবার ট্রেনে চড়ে নিউ জার্সিতে আমাদের বাসায় ফিরে এলাম।

জ্যাকসন হাইটসে আমাদের প্রথম সফর আমার আত্মবিশ্বাস বেশ বাড়িয়ে দিল। আমাদের ছেলের বিয়েতে যে সব জিনিশের প্রয়োজন, তার প্রায় সবগুলোর সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান এখন আমাদের চেনা। বাংলাদেশের তুলনায় দাম অবশ্যই অনেক বেশী, তবে পাওয়া যায় সবই। শাড়ী, গহনা, বাংলা বই-পত্র, পত্রিকা, সিনেমা-নাটকের সিডি, ডিভিডি, বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের মাছ, শুটকী, শাক-সবজী, মশলা, পিঠে-পুলি, রেস্টুরেন্ট, পানের দোকান কি এখানে নেই! এমনকি

অনেক দোকানের সাইনবোর্ডও বাংলায় লিখা। এখানে আওয়ামী লীগ আছে, আছে বিএনপি, জাতীয় পার্ট, এমনকি রাজাকার আলবদর জল্লাদ দের দল জামাতে ইসলামীও আছে। এ যেন পরিচিত বাংলাদেশেরই একটা খন্ডাংশ; এ জায়গাটাকে Little India না বলে Little Bangladesh বলাই বেশী সংগত। আমরা যেদিন প্রথম ওখানে গেলাম তার ক'দিন পরেই সেখানকার বাঙ্গালীদের কোন সংগঠনের নির্বাচন ছিল। সে নির্বাচনের প্রচারণা ' অমুক - তমুক পরিষদে ভোট দিন' বাংলাদেশের নির্বাচনকেই মনে করিয়ে দিচ্ছিল। জ্যাকসন হাইটসে এসে নিউ ইয়র্ক হঠাৎ কেমন করে যেন ঢাকার লেবাসের মাঝে হারিয়ে গেছে।

এর পরের দু'সপ্তাহে আমরা বেশ কয়েকবারই জ্যাকসন হাইটসে এসেছি। মান্নান স্টোরস থেকে আমাদেরকে plain ডালা আর সাজিই কিনতে হয়েছে; নতুন ধরণের যে ডালার আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল, তা পাওয়া যায়নি। বাংগালী কোন caterer কে খাবার সাপ্লাই করার ভার দেবার চিন্তাও আমরা বাদ দিয়েছি। কানেটিকাটে থাকা আমার আত্মীয় চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ওয়াহেদ মাহবুব খোকন খোঁজ নিয়ে জানিয়েছে গত তিনমাসে কানেটিকাটের নিউ হাভেন, ইস্ট হাভেন বা হার্টফোর্ড শহরের যে সব বাংগালী অনুষ্ঠানের খাবার, বিশেষ করে দুপুরের খাবার নিউ ইয়র্কের caterer রা সাপ্লাই করেছে, সে সব অনুষ্ঠানের কোনটিই ঠিক সময়মত শুরু হতে পারে নি। এর মধ্যে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে মাহারীন আর তারিককে নিয়ে আমি এবং নাসিম কানেটিকাট গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য the Barns নামে এর যে জায়গাটায় হলুদ অনুষ্ঠান হবে আর Wadsworth Mansion নামে যে হলটিতে বৌভাত বা রচেপেতনি হবে সে জায়গা দুটো সরেজমিনে দেখে আসা। অনুষ্ঠানের সাথে মানানসই সাজসজ্জা, place setting এবং floral arrangement ঠিক করা এবং আনুষংগিক decor কেমন হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য জায়গাদুটো চাক্ষুস দেখার প্রয়োজন ছিল। সে সময় The Barns এর অদুরে The Haveli নামে একটি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম। ওদের খাবারটা আমাদের সবার খুব ভাল লাগায় আমরা সেই রেস্টুরেন্টের মালিক মিঃ লক্ষণ শর্মার সাথে যোগাযোগ করি। মিঃ শর্মা নেপালের লোক, ভাংগা ভাংগা বাংলা বলেন। প্রাথমিক আলাপে তাকে বেশ ভাল লোক বলে মনে হোল। তাকে শেরিফের বিয়ের reception অনুষ্ঠানের caterer হবার অনুরোধ জানালে তিনি আমাদেরকে একটা মেনু পাঠান। জামাই নোমান আর সোনিয়ার সাথে আলাপ করে আমরা তার কাছে total package service চাই। আমরা তাকে বলি যে reception এর অনুষ্ঠানের floral arrangement বাদ দিয়ে লাঞ্চের যাবতীয় আয়োজন তিনি করবেন। অর্থাৎ তিনি অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় প্লেট, গ্লাশ, কাটা, চামচ, টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিন, ওয়েটার সার্ভিস সব কিছু supply করবেন। সিদ্ধান্ত জানাতে তিনি একটু সময় চেয়েছেন, তবে আমাদের প্রস্তাবে তিনি যে খুব একটা অরাজী তেমন মনে হয় নি। চলবে

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)